সিডনীর বৈশাখী মেলা ১৪১৮

আনিসুর রহমান

প্রতি বছরের মত এবারও সিডনীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে দু'টি বৈশাখী মেলা। ২রা এপ্রিল টেম্পীতে এবং ৯ই এপ্রিল অলিম্পিক পার্কে। আমি প্রতি বছর দু'টো মেলাতেই যাবার চেষ্টা করি কিন্তু এবছর টেম্পী মেলাতে যেতে পারিনি। বাড়িতে কিছু মেরামতী কাজ ছিল। মিস্ত্রীর আসার কথা ছিল সকালে, কিন্তু সে এসেছে অনেক দেড়ি করে। কোন কাজ করতে কেউ বারোটা বাজিয়ে দিলেই আমরা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরে নেই, সেখানে এই লোক কাজ শেষ করতে করতে আমার বিকাল তিনটা বাজিয়ে দিল। যাওয়া আসা দুই ঘন্টা, তারপর আবার সন্ধ্যা থেকে ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা। মনে মনে দ্রুত কস্ট-বেনিফিট এ্যনালিসিস করে কস্ট এর দিকটাই বেশী ভারি মনে হলো। আমার প্রতিবেশী বন্ধুবর মোখলেসুর রহমান মুকুল মেলায় গিয়েছিলেন; তাকেই অনুরোধ করলাম কিছু ছবি তুলে আনার জন্য। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেছেন। A picture is worth a thousand words এই প্রবাদ বাক্যের কথা স্মরন করে সেই ছবি গুলিকেই এবারের টেম্পী মেলার রিপোর্ট হিসেবে প্রকাশ করছি।

অলিম্পিক পার্কে বৈশাখী মেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা ১৪১৩ সালে। এবারের মেলা বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলের ৬ঠ আয়োজন। ছোট বেলায়, বিশেষ করে ঈদের আগে, পাঁচ দিনকে পাঁচ বছর মনে হত; এখন পাঁচ বছরকে মনে হচ্ছে এইতো সেদিনের ব্যাপার। বন্ধুরা একে বয়স বাড়ার লক্ষণ বলে সতর্ক করার চেষ্টা করেন কিন্তু অলিম্পিক পার্কের বৈশাখী মেলায় গেলে মনে হয় বয়স যেন কমে গেছে। আলোঝলমল উৎসব মুখর তারুন্যের জোয়ারে - মুছে যায় গ্লানি মুছে যায় জড়া!

ছুটির অভাবে জাতীয় দিবসগুলিকে আমরা সঠিক দিনে উদযাপন করতে পারিনা। সে কারনে আমাদের প্রবাস সচেতনতা মন থেকে দূর হয় না। গত পাঁচ বছর ধরে অলিম্পিক পার্কের বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলা নতুন বছরে অর্থাৎ ১৪ই এপ্রিলের পরে। এর মধ্যে একটা সান্তনা আছে কিন্তু এবারই প্রথম আমরা অলিম্পিক পার্কে নববর্ষ পালন করলাম ১৪ই এপ্রিলের আগে অর্থাৎ বিদায়ী বছরে।

দুপুর দেড়টার দিকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলের প্রাক্তন সভাপতি ডঃ আব্দুর রাজ্জাক। এরপর একে একে মঞ্চে পরিবেশিত হয়েছে চমৎকার সব অনুষ্ঠান - রোকসানা রহমান পরিচালিত বাচ্চাদের নাচ এবং গানের অনুষ্ঠান কিশলয়, মৌসুমি শাহা পরিচালিত নৃত্যাঞ্চল, আনোয়ার আকাশ পরিচালিত কবিতা আবৃত্তি, গীতাঞ্জলী স্কুল অব ডান্স পরিবেশিত ক্লাসিক্যান নাচ, জিত (Jeet) পরিবেশিত বাংলা গানের অনুষ্ঠান ট্রিবিউট টু কিশোর কুমার, রমনার বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানের আদলে সুধা নিঝর পরিবেশিত সঙ্গীতানুষ্ঠান। ঐকতান পরিবেশন করেছে ৭০ দশক থেকে আজ অবধি বাংলা ছায়াছবির নির্বাচিত গান। আন্তর্জাতিক পর্বে ছিল ডান্স সেন্টার, স্প্যানিশ স্কুল অব ডান্স এবং রোড টু বলিউড পরিবেশিত ভিন্ন স্বাদের মনোমুগ্ধকর নাচ এবং গান। ব্যান্ড সঙ্গীত পরিবেশন করেছে কৃষ্টি এবং 8NOTES।

এরপর ছিল বাংলাদেশের ইতিহাস, সংগ্রাম, সংস্কৃতি-প্রবাহ এবং তার বিবর্তনের ধারা নিয়ে নির্মিত অপূর্ব একটি মিউজিক্যাল। পার্ফমেন্স, ভিডিও ইফেক্ট, কষ্টিউম, প্রপস্ সবকিছু মিলিয়ে সত্যিই চমৎকার একটি উপস্থাপনা! এরপর ছিল দেশ থেকে আগত শিল্পী নকুল কুমার বিশ্বাস এর গান, বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলের সভাপতি শেখ শামিমুল হক এর ভাষণ এবং ফায়ার ওয়ার্কস। রকমারী পণ্য, সুস্বাদু খাবার, লোকে লোকারন্য প্রাঙ্গণ, নাচে গানে ভরপুর জমজমাট একটি মেলা উপহার দেবার জন্য বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলকে ধন্যবাদ।

এবছর বঙ্গবন্ধু পদক পেলেন ওপার বাংলার ডাঃ কৃষ্ণ বিশ্বনাথ। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত চিকিৎসক হিসেবে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য এই পদক প্রদান করা হয়।

মেলায় অনেকে বুকে প্রফেসর ইউনুসের ছবি সম্বলিত ব্যাজ লাগিয়ে তাঁর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। মেলা প্রাঙ্গনের বাইরে এই ব্যাজগুলি বিতরনের ব্যবস্থা করেছিল গ্রামীণ সাপোর্ট গ্রুপ, অষ্ট্রেলিয়া।